দু'টি বিশ্বরেকর্ড

লিখেছেন **জি.এম ইকবাল**

ব্রাজিলের 'পেন্টা' জয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রোনাল্ডোর

এশিয়ার বিশ্বকাপে ব্রাজিল ভিসি। ভিনি। ভিডি। অর্থাৎ এলো, দেখলো এবং জয় করলো। সপ্তদশ বিশ্বকাপ যেন অঘটন-ঘটনপটিয়সী শীর্ষ বাছাই দেশগুলো উন্নয়নশীল ফুটবল শক্তির কাছে ধরাশায়ী হয়েছে। স্বাগতিক জাপান-কোরিয়া ফুটবলে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে। ইউরোপের মুসলিম অধ্যুষিত তুরস্ক বিশ্বকাপে অনুপম নৈপুণ্য দেখিয়েছে। সেমিফাইনালে ব্রাজিল না ঠেকালে হয়তবা আরো এগিয়ে যেত দেশটি। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে তুরস্ক দ্রুততম সময়ে গোল করে একটি বিশ্বরেকর্ডের জন্ম দিয়েছে। ফুটবলের তৃতীয় শক্তির উত্থানে পশ্চিমা বিশ্বের ফুটবল কর্মকর্তারা ভ্রূ কুঁচকেছেন। ঈশ্বরকে ডেকে অস্থির হয়েছেন ইংল্যান্ডের ফুটবল সাংবাদিকরা। শেষ পর্যন্ত তাদের হৃৎপিন্ড সুস্থির থেকেছে, এই কারণে যে, বিশ্বকাপ ফাইনাল ব্রাজিল-জার্মানির মধ্যে হয়েছে, তুরস্ক-কোরিয়ার মধ্যে নয়। ২০০২ বিশ্বকাপের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দু'টি বিশ্বরেকর্ড হয়েছে। একটি তুরস্কের দ্রুততম গোলের ঘটনা, অন্যটি ব্রাজিলের পেন্টা শিরোপা।

শেষ থেকেই শুরু করি। দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ-এর যবনিকা হয়েছে। বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের অবলোকনে ব্রাজিল প্রত্যাশিত ফুটবল খেলে জার্মানির বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপ টাইটেল শুধু ব্রাজিলের। জাপানের ইয়োকোহামা স্টেডিয়ামে কুশলী ফুটবলের বিজয় এসেছে। হেরেছে জার্মানদের রক্ষণাত্মক কৌশল। পাওয়ার ফুটবলের ধারক জার্মানির আত্মতুষ্টি যে, তারা ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ফাইনালে খেলেছে। রোনাল্ডো, রিভালদো, রোনালদিনহো এবং ক্লেবারসনের অ্যাটাকিং গেম ব্রাজিলকে পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ শিরোপা এনে দিয়েছে। তাদেরকে যোগ্য সহায়তা দিয়েছেন কাফু, রবার্তো কার্লোস ও গিলবার্টো। রক্ষণভাগে লুসিও, রকো জুনিয়র এবং কিপার মার্কোস অনবদ্য নির্ভুল খেলেছেন। সবার সম্মিলিত সাফল্যের ফসল ব্রাজিলের পেন্টা শিরোপা।

সপ্তদশ বিশ্বকাপ শিরোপা ব্রাজিল জয় করবে এটা ছিল হাটে হাঁড়ি ভাঙা। তবে ধারণা প্রারম্ভে বিপরীত ছিলো। বিশ্বকাপে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোয়ালিফাই করা তার অন্যতম। তাছাড়া ফ্রান্স, আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের পূর্বে চমৎকার পারফরমেন্স দেখিয়েছিল। সঙ্গত কারণেই ফুটবল হিসেবিরা ব্রাজিলকে ফেভারিটদের তালিকায় স্থান দেননি। কিন্তু ইতিহাস ব্রাজিলের পক্ষেই কথা বলে। বিশ্বকাপ ফুটবলের সতেরোটি আসরেই সাম্বা নৃত্য হয়েছে। সাতবার ফাইনালে খেলেছে দলটি। ব্রাজিলের বিখ্যাত মারকানা স্টেডিয়ামে ফাইনাল হয়েছে ১৯৫০ সালে। উরুগুয়ের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করেছে ব্রাজিল। জার্মান কোচ রুডি ফলার তো চৌদ্দবার শিরোপা অর্জনের সম্ভাবনার কথা বলেছেন ব্রাজিলের। কেননা, তারা সবসময়ই ফেভারিট ছিলো। বিশ্বকাপ অর্জনের নিমিত্তে দু'একজন কিংবদন্তি ফুটবলার দরকার হয়, যা ব্রাজিলের সব আসরেই ছিলো। পেলে, ভিডি, ভাভা, গারিঞ্চা, জিকো, সক্রেটিস এবং রোমারিও'র কথা অনেকেরই মনে আছে। ট্রিপল আর তো তাদেরই উত্তরসূরি। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিভাবে গোল করতে হয় তা রোনাল্ডো, রিভালদো এবং রোনালদিনহো দেখিয়েছেন। জাত গোলকিপার অলিভার কান ব্রাজিলের কিংবদন্তি ফরোয়ার্ডদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। কেননা, প্রতিভা ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তার সাফল্য অনিবার্য। তাই তো সবচেয়ে বেশিরভাগ বিশ্বকাপ ব্রাজিলের ঘরেই উঠেছে। ছন্দময় ফুটবলের বাহক ব্রাজিলের এটা কীর্তিগাথা সাফল্য নয় কি?

ব্রাজিলীয় ফুটবলের স্টাইল ও দর্শন একটু ভিন্ন। তাদের ফুটবল ঘরানার আদি ও

ব্রাজিলের ৫ম শিরোপা

সংখ্যা	সাল	স্থান	ফাইনাল ম্যাচ	ফলাফল
প্রথম	১৯৫৮	সুইডেন	ব্রাজিল বনাম সুইডেন	(৫-২)
দ্বিতীয়	১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল বনাম চেক প্রজাতন্ত্র	(৩-১)
তৃতীয়	১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল বনাম ইটালি	(৪-১)
চতুর্থ	১৯৯৪	যুক্তরাষ্ট্র	ব্রাজিল বনাম ইটালি	(০-০) টাই: (৪-২)
পঞ্চম	২০০২	জাপান-কোরিয়া	ব্রাজিল বনাম জার্মানি	(২-০)

অকৃত্রিমতা বোঝাতে বেশ পুরনো একটা উদাহরণ টানছি। চতুর্থ বিশ্বকাপের আসর চলছিল ব্রাজিলে। জ্যাকি মিলবার্ন হোটেল রুমে জানালার পাশেই বসেছিলেন। মিলবার্ন ইংল্যান্ডের খ্যাতিমান সেন্টার ফরোয়ার্ড। হোটেলের পাশে একটি দরিদ্র পরিবেশে তার দৃষ্টি পড়লো। অকস্মাৎ দেখলেন একটি অপূর্ব দৃশ্য। একটি শিশু কমলালেবুর খোসা ছড়িয়ে দু'পায়ে চমৎকার জাগলিং করছিল। বিরামহীন তা করছিল শিশুটি। মুগ্ধ নয়নে দৃশ্যটি দেখছিলেন মিলবার্ন। খানিকক্ষণ পরে তিনিও সেরকম জাগলিং করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু কমলালেবুর খোসা তার পা দুটো পছন্দ করেনি মোটেও। ব্রাজিলীয় খেলোয়াড়রা জন্মগতভাবেই প্রতিভাবান। তাই বিশ্বকাপের প্রতিটি আসরেই তাদের সরব উপস্থিতি বিরাজমান। এটি যেমন

সুকুর : অবসান ঘটিয়েছেন দ্রুততম গোল বিতর্কের

ওয়ার্ল্ড রেকর্ড, তেমনি পঞ্চমবার বিশ্ব শিরোপা অর্জনও আর একটি বিশ্ব রেকর্ড। আগামী আসরগুলোতেও ব্রাজিলীয় চমক অব্যাহত থাকবে নিঃসন্দেহে।

এবার আসি প্রথম রেকর্ডটির প্রসঙ্গে। ইংরেজরা নিজেদের সাফল্য সর্বদাই বড় করে দেখে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তেমনি ব্রায়ান রবসনের গোলটি ব্রিটিশ মিডিয়া বিশ্বের দ্রুততম গোল বলে প্রচার করে আসছিল। ঘটনাটি ১৯৮২ সালের। ইংলিশ মিডিয়ার অহমিকা ভুল ধরা পড়ে ফিফার আর্কাইভ-এ। রবসন গোল করেছিলেন ২৭ সেকেন্ডে। তার চেয়ে আরো কম সময়ে দু'টি গোল ছিল। ১৯৬২ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাক্লাভ মাসেক ১৫ সেকেন্ডে গোল করেন মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। ১৯৩৪ সালে জার্মানির আরনেস্ট লেহনার ২৪ সেকেন্ডের মাথায় গোল করেন অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড করেন এবারের বিশ্বকাপে হাকান সুকুর। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী খেলায় সুকুর মাত্র ১১ সেকেন্ডে কোরিয়ার জালে বল ফেলেন। পুরো টুর্নামেন্টে নির্জীব থাকা সুকুর শেষ ম্যাচে গোল করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। দীর্ঘ ৪৮ বছর পর বিশ্বকাপে খেলতে এসে তুরস্কের গতিশীল ও কুশলী গেম বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান তাদের যোগ্যতা অনুসারেই প্রাপ্য। সেই সঙ্গে হাকান সুকুরের দ্রুততম গোলটির কথা স্মরণ করার মতো। বাকি সবই ব্রাজিলের। বিশ্বকাপ শিরোপা অর্জন এবং রোনাল্ডোর গোল্ডেন বুট লাভ সবই ব্রাজিলের। রানার্সআপ জার্মানি ২০০৬ সালের হিসাব শুরু করে দিয়েছে। কাইজারের হাতে শোভা পায়– দেখা হবে ২০০৬ সালে। তাহলে ব্রাজিল বনাম জার্মানি ফাইনাল ম্যাচের পুনরাবৃত্তি অষ্টাদশ বিশ্বকাপেও দেখা যাবে?

বিশ্বকাপে ৪টি দ্রুততম গোল

সাল	খেলোয়াড়	দেশ	প্রতিপক্ষ	সময়
২০০২	হাকান সুকুর	তুরস্ক	দঃ কোরিয়া	১১ সে:
১৯৮২	ব্রায়ান রবসন	ইংল্যান্ড	ফ্রান্স	২৭ সে:
১৯৬২	ভাক্লাভ মাসেক	চেকোশ্লোভাকিয়া	মেক্সিকো	১৫ সে:
১৯৩৪	আরনেস্ট লেহনার	জার্মানি	অস্ট্রিয়া	২৪ সে: